দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 27 MAR 2008 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা আজ শুরু

অংশ নিচ্ছে ১০ লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী : শিক্ষার্থীদের অর্ধেকই এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারছে না

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের নয়টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা আজ (বৃহস্পতিবার) শুরু হচ্ছে। সকাল ১০টায় ইংরেজি (আবশ্যিক) ১ম পত্র দিয়ে পরীক্ষা শুরু হবে। ইতোমধ্যে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণে শিক্ষা বোর্ডগুলো সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পরীক্ষায় ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তাদের যে কোন অপতৎপরতাকে কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ বছর সারাদেশে সাতটি শিক্ষা বোর্ড, একটি কারিগরি বোর্ড এবং পৃঃ ৮ঃ কঃ ৭

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা আজ শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একটি মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ২৫ হাজার ৮০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ লাখ ১৩ হাজার ৩০১ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করছে। এর মধ্যে এসএসসি পরীক্ষায় ৭ লাখ ৪৭ হাজার ৫৪৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। যার মধ্যে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৭৭০ ছাত্র এবং ৩ লাখ ৬৩ হাজার ৭৭৫ ছাত্রী। এসএসসির মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে এক লাখ ৭৭ হাজার ৬২৮ জন বিজ্ঞানে, ৩ লাখ ২৯ হাজার ৬০৬ জন মানবিকে এবং ২ লাখ ৪০ হাজার ৩১১ পরীক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা (বাণিজ্য) শাখা থেকে অংশ নিচ্ছে। মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৮৩ হাজার ৩৮১ জন। যার মধ্যে ১ লাখ ১৫৯ জন ছাত্র এবং ৮৩ হাজার ২২২ জন ছাত্রী। এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮২ হাজার ৩৭৫ জন। এর মধ্যে ৫৭ হাজার ২৬২ জন ছাত্র এবং ২৫ হাজার ১১৩ ছাত্রী। এবার ঢাকা বোর্ডের আওতায় বিদেশে মোট ৭টি কেন্দ্র থেকে ২১৯ জন ছাত্রী-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। বোর্ড অনুযায়ী সাত বোর্ডের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ১৯ হাজার ৭৫৮ জন, রাজশাহী বোর্ডে ২ লাখ ৮ হাজার ৬৪৬ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৭৬ হাজার ৯৯০ জন, যশোরে ১ লাখ ৬ হাজার ১৩৯ জন, চট্টগ্রামে ৫৫ হাজার ৮৮ জন, বরিশালে ৪৯ হাজার ১১৬ জন এবং সিলেট বোর্ডে ৩১ হাজার ৮০৮ জন।

সাত বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় মোট কেন্দ্র সংখ্যা ৮৯৪টি, দাখিলে ৪৭৭টি এবং এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় কেন্দ্র সংখ্যা ৪৬৬টি। এসএসসি পরীক্ষায় মোট ১৫ হাজার ১৩৮টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। অন্যদিকে, দাখিলে ৯ হাজার ১৬৮টি মাদ্রাসা এবং ভোকেশনালে ১ হাজার ৫০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে।

পরীক্ষা উপলক্ষে গতকাল (বুধবার) ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. মনিরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রের আশপাশে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আবদুল ওয়াদুদ, কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর মো. সাদেকুর রহমান, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চ মাধ্যমিক) ড. জয়নুল আবেদীন সরকার, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক) মো. ফজলে এলাহী, বিদ্যালয় পরিদর্শক মো. মোজাহার হোসেন, শিক্ষাবোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্রের সিটেম এনালিস্ট মঞ্জুরুল কবীর।

শিক্ষার্থীদের অর্ধেকই এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারছে না

নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করা শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেক বিভিন্ন কারণে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। গত কয়েক বছরে পরীক্ষার্থী সংখ্যা ও নবম শ্রেণীতে নাম নিবন্ধনের তুলনা করে এমন প্রবণতা দেখা গেছে।

এবারও সাতটি শিক্ষা বোর্ড, একটি মাদ্রাসা ও একটি কারিগরি বোর্ডে নবম শ্রেণীতে নিবন্ধিত ১২ লাখ ৫৯ হাজার ১০৫ জন নিয়মিত শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষা দিচ্ছে ৬ লাখ ৫২ হাজার ৮৯৯ জন। অর্থাৎ ৬ লাখেরও বেশী শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না।

গতকাল (বুধবার) ঢাকা বোর্ডে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্রের বরাত দিয়ে জানানো হয়, নিয়মিত শিক্ষার্থীর মধ্যে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বোর্ডে দুই লাখ ৯৪ হাজার ৭৬০ শিক্ষার্থীর নাম নিবন্ধন করলেও এবার পরীক্ষা দিচ্ছে এক লাখ ৩৫ হাজার ২৮১ জন।

অন্যদিকে, রাজশাহী বোর্ডে নিবন্ধিত দুই লাখ ১৬ হাজার ৫৯৩ শিক্ষার্থীর মধ্যে এক লাখ ৩২ হাজার ৪৯৬ জন, কুমিল্লা বোর্ডে এক লাখ ১৬ হাজার ৯৪১ জনের মধ্যে ৪৭ হাজার ৬২৪ জন, যশোরে এক লাখ ... হাজার ৬৩১ জনের মধ্যে ৬৬ হাজার ৩০২ জন, চট্টগ্রামে ৭১ হাজার ৫৭৭ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৪ হাজার ৫৫৫ জন, বরিশালে ৫৪ হাজার ৫৮৩ জনের মধ্যে ২৮ হাজার ৭৩৯ জন ও সিলেট বোর্ডে ৪৩ হাজার ৯৮৭ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৬ হাজার ৫৪৬ জন এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে।

এছাড়া, মাদ্রাসা বোর্ডে নিয়মিত দুই লাখ ২৬ হাজার ৮৭৮ জন নিবন্ধন করে পরীক্ষা দিচ্ছে এক লাখ ৩৯ হাজার ১৫৩ জন। আর কারিগরি বোর্ডে (এসএসসি ভোকেশনাল) নিবন্ধিত এক লাখ দুই হাজার ১৫৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষা দিচ্ছে ৫২ হাজার ২০৩ জন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম বলেন, এবার ঢাকা বোর্ডেই নবম শ্রেণীতে নিবন্ধিত মোট শিক্ষার্থীর ৫৪ দশমিক ১০ শতাংশ এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে না। ২০০৭ সালে এই বোর্ডে পরীক্ষা না দেওয়া শিক্ষার্থীর হার ৫৩ দশমিক ১৯ শতাংশ এবং ২০০৬ সালে ছিল ৫৭ দশমিক ২২ শতাংশ। এর কারণ জানিয়ে তিনি বলেন, নিবন্ধিতদের মধ্যে ১২ শতাংশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছে, কারিগরিতে গেছে আট শতাংশ, ভুঁয়া নিবন্ধন হয়েছিল আট শতাংশ, দারিদ্র্য ও মৃত্যুর কারণে পাঁচ শতাংশ, বিদেশে চলে গেছে পাঁচ শতাংশ, নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে পদোন্নতি পায়নি সাত শতাংশ, নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি পাঁচ শতাংশ এবং চার শতাংশ মেয়ের অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে তারা ড্রপ আউট হয়েছে।

নিয়মিত ও অনিয়মিত মিলে এ বছর সারাদেশে সাতটি শিক্ষা বোর্ড, একটি কারিগরি বোর্ড এবং একটি মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ২৫ হাজার ৮০৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ লাখ ১৩ হাজার ৩০১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান জানান, বোর্ডের পরীক্ষায় (এসএসসি ও এইচএসসি) একবার অংশ নিয়ে যারা উত্তীর্ণ হয়নি, পরে পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আর নির্বাচনী পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে না। এ বিষয়ে শিগগিরই সিদ্ধান্ত জানানো হচ্ছে।